মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা। **আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা ৬৯টি**

প্রতিবেদনাধীন বছর ২০১৮-১৯ **প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ ১৮ জুলাই ২০১৯**

(১) প্রশাসনিক

১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	২২১২৩	১৪৪৭৫	৭৬৪৮	--	--
মোট	২২১২৩	১৪৪৭৫	৭৬৪৮	--	--

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
--	--	৫৩৪	১২০৭	৪৮৯৩	১০১৪	৭৬৪৮

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ নাই

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
--	--

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৩৯	১৩	৩৫২	৪৩	৯০	১৩৩	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	--	--	১৬	--
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	--	--	০৫	--

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
--	--	--	৪৬	--

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যাঃ প্রযোজ্য নহে।

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	১২৬৩৬	২৬১৫৮১.৪৯	১০৫৫৭	১৯৩১	১৭৫৬১৬.৮৬	১০৭০৫	৮৯৪২৯.১২
	সর্বমোট	১২৬৩৬	২৬১৫৮১.৪৯	১০৫৫৭	১৯৩১	১৭৫৬১৬.৮৬	১০৭০৫	৮৯৪২৯.১২

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকাঃ

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৮৩	--	১৬	০২	১৮	৬৫

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
০২	২৬৬	--	২৬৮	৩২

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
১৮	৫৩৬

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনাঃ

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না?

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১৮	৫৩৬

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৯৭	আছে	আছে	আছে	১২০	২৩৮৫

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (অর্থ বিভাগের জন্য)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০১৮-১৯		২০১৭-১৮		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	২৪৬১১১.৮১	১৯৩৬১২.৯৮	২০০৪৭৭.৪২	১৭৮৬৯৪.১৭	২২.৭৬%	৮.৩৫%
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	--	--	--	--	--	--
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		--	--	--	--	--	--
লভ্যাংশ হিসাবে		--	--	--	--	--	--

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকাঃ

৯.১ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য প্রণীত আইন ও বিধি সংক্রান্ত পরিবর্তনসমূহ

- কর হার বৃদ্ধি না করে কর নেট সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির করদাতার জন্য করহারের বিদ্যমান ধাপসমূহ অপরিবর্তিত ওএলাকা ভিত্তিক ন্যূনতম করের বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;

সমতা ও ন্যায্যতাঃ

- প্রতিবন্ধী সন্তান বা পোষ্য রয়েছে এমন পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা বর্তমানে ২৫,০০০ টাকা যা বৃদ্ধি করে প্রত্যেক সন্তান বা পোষ্যের জন্য ৫০,০০০ টাকা করা হয়েছে;
- পাবলিকলি ট্রেডেড ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৪০ শতাংশ করহার হ্রাস করে ৩৭.৫ শতাংশ করা হয়েছে ;
- নন-পাবলিকলি ট্রেডেড ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৪২.৫ শতাংশ করহার হ্রাস করে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে ;
- অন্যান্য কোম্পানি করদাতার বিদ্যমান করহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে ;
- ব্যক্তি-করদাতার সারচার্জ:

(ক) যে সকল করদাতার নিজ নামে দুই বা তার অধিক সংখ্যক মোটরগাড়ির মালিকানা রয়েছে, অথবা কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নিজ নামে মোট ৮,০০০ বর্গফুট বা তার অধিক আয়তনের গৃহসম্পত্তির মালিকানা রয়েছে সে সকল ব্যক্তি-করদাতাকে সারচার্জ এর আওতায় আনা হয়েছে ;

(খ) ন্যূনতম সারচার্জের বিদ্যমান একক ধাপ পরিবর্তন করে দুইটি ধাপ করা হয়েছে; নীট পরিসম্পদের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে ন্যূনতম সারচার্জ ৩,০০০ টাকা এবং ১০ কোটি টাকা অতিক্রম করলে ন্যূনতম সারচার্জ ৫,০০০ টাকা করা হয়েছে ;

- সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক বিবেচনা করে প্রস্তুতকারী করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর বিদ্যমান ২.৫% হারে সারচার্জ আরোপের বিধান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে ;

প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায় সহায়তা ও ব্যবসা পরিচালনা সহজীকরণঃ

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তৈরী পোশাক খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে নীটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস উৎপাদন ও রপ্তানিতে নিয়োজিত করদাতার উক্ত পণ্য রপ্তানি হতে উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হার ১২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- করারোপিত ডিভিডেন্ড (taxed dividend) আয় শেয়ারহোল্ডিং নিবাসী কোম্পানির নিকট বণ্টিত হলে তার উপর কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- পারকুইজিট হিসেবে অনুমোদনযোগ্য খরচের সীমা বর্তমান ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে;
- অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী কন্টেইনার (মাল্টি পারপাস) এর আয়কে অনুমিত আয়করের আওতায় আনা হয়েছে;

সামাজিক দায়িত্বঃ

- Day Care Home এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা হতে উদ্ভূত আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে ;
- কোন চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সেবা গ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচল/সেবা গ্রহণের জন্য বিশেষ সেবা সুবিধা না রাখলে প্রযোজ্য করের ৫ শতাংশ অতিরিক্ত কর আরোপ করা হয়েছে। তবে ২০১৯-২০২০ কর বছর হতে তা কার্যকর করা হবে;

পরিবেশ সুরক্ষাঃ

- পরিবেশ দূষণরোধ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে বিগত বছরের মতো এবারেও করনীতিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। এ বিবেচনায় তৈরি পোশাক খাতের যে সকল কোম্পানি-করদাতার কারখানার আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত green building certification থাকবে সেসকল কোম্পানির করহার ১০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে;

করনেটের আওতা সম্প্রসারণ

- রাইড শেয়ারিং ব্যবস্থার আওতায় রাইডিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে মোটর যান মালিকগণ যে অর্থ প্রাপ্ত হন তার উপর উৎস কর আরোপ করা হয়েছে ;
- রাইড শেয়ারিং সেবায় মোটরযান প্রদানকারীদের রিটার্ন দাখিল এবং ১২ ডিজিট টিআইএন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- ডিস্ট্রিবিউটর ফাইন্যান্সিং এর আওতায় ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলারের নিকট পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার উপর ১ শতাংশ হারে উৎস কর আরোপ করা হয়েছে ;
- অনিবাসী করদাতার নিকট হতে উৎসে কর্তিত করকে করদাতার ন্যূনতম করদায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে;
- ভার্চুয়াল লেনদেনকারী বিদেশি প্রতিষ্ঠান এর বাংলাদেশে অর্জিত আয়কে করের আওতায় আনার লক্ষ্যে কর আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে ;

পরিপালনঃ

৬

- উৎস করের রিটার্ন দাখিল না করলে, বেতনভোগী কর্মীদের বেতনভাতার বিবরণী দাখিল না করলে বা বেতনভোগী কর্মীদের রিটার্ন দাখিল বিষয়ক তথ্য দাখিল না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রিটার্ন অডিটের আওতায় আনা হয়েছে;
- কর আইনের বিভিন্ন বিধান পরিপালনের ব্যর্থতায় জরিমানার আওতা সম্প্রসারণ ও জরিমানার পরিমাণ যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে;

কর ব্যবস্থাপনার সংস্কারঃ

- কর ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে ই-মেইলে নোটিশ জারির ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন দপ্তর ও এজেন্সির নিকট করদাতার যে আর্থিক তথ্য থাকে তা কর বিভাগের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেয়ার করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে;
- আয়কর আপীল দায়ের সংক্রান্ত বিধান যুগোপযোগী করা হয়েছে ;
- দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য প্রযোজ্য আইনের বিধান কার্যকরের সুবিধার্থে অনিবাসী করদাতাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত উৎস কর আরোপের সনদ ইস্যু সংক্রান্ত বিধান স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত **গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য** কার্যাবলিঃ

(ক) কৃষিখাত:

কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে রেয়াতি শুল্ক হার অব্যাহত রাখা হয়েছে। মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্য সামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিগত সময়ে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রেখে নতুন উপকরণ ও যন্ত্রাপাতিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) শিল্প খাত:

আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমাগত বাড়ছে। কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ সৃষ্টিতে এ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান উন্নয়ন কৌশল হচ্ছে- শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যথাযথ প্রতিরক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার, রপ্তানিমুখি শিল্পের বহুমুখি প্রসারপূর্বক আরো অধিক প্রতিযোগী সক্ষম করা।

(১) **গুড়ো দুধ (Milk powder):** মূসক নিবন্ধিত গুড়ো দুধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫% রেয়াতি হারে গুড়ো দুধ আমদানির সুযোগ রয়েছে। দেশীয় ডেইরী ও দুগ্ধ খামারীদের প্রতিরক্ষণে গুড়ো দুধ (Milk powder) এর বিদ্যমান রেয়াতি আমদানি শুল্ক হার ৫% হতে বৃদ্ধি করে ১০% করা হয়েছে।

(২) **চিনি শিল্প:** চিনি আমদানিতে র-সুগারের ক্ষেত্রে প্রতি মে.টন ২,০০০/- টাকা এবং রিফাইন্ড সুগারের ক্ষেত্রে ৪,৫০০/- হারে স্পেসিফিক ডিউটিসহ ২০% রেগুলেটরী ডিউটি পূর্ববর্তী বছরে বিদ্যমান ছিল। স্থানীয় চিনি শিল্পের প্রতিরক্ষণে আমদানিকৃত র-সুগার এর স্পেসিফিক ডিউটি ২,০০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩,০০০/- টাকা এবং রিফাইন্ড সুগারের স্পেসিফিক ডিউটি ৪,৫০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৬,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উভয় প্রকার সুগারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রেগুলেটরী ডিউটি ২০% হতে বৃদ্ধি করে ৩০% করা হয়েছে।

(৩) **ঔষধ শিল্প:** ঔষধ শিল্পের ব্যবহৃত কাঁচামালে শুল্ক রেয়াত সুবিধায় আমদানির সুযোগ রয়েছে। ক্যান্সারের ঔষধ তৈরীর বেশ কিছু উপকরণসহ ঔষধ শিল্পের ব্যবহৃত আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ক্ষেত্রে এ রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি। জীবন রক্ষাকারী মেডিকেল গ্যাস প্রস্তুতকারী শিল্পের কাঁচামাল Liquid Oxygen, Nitrogen, Argon ও Carbon Dioxide এর উপর বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি ২০% হতে হ্রাস করে ১৫% কর হয়েছে।

(৪) **স্টার্চ শিল্প:** স্টার্চ প্রস্তুতকারী দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে Maize (Corn) Starch ও Manioc (Cassava) Starch পণ্যের বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১৫% বহাল রেখে রেগুলেটরী ডিউটি ১০% হতে বৃদ্ধি করে ২০% করা হয়েছে।

(৫) **রপ্তানি খাত:** দেশীয় রাইস ব্রান অয়েল মিলগুলির প্রধান কাচাঁমাল ধানের কুড়া বা রাইস ব্রান। পণ্যটির রপ্তানি নিরুৎসাহিত করে দেশীয় রাইস ব্রান অয়েল মিলগুলিতে এর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে এর উপর ১০% রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ২৫% করা হয়েছে। এছাড়াও Unmanufactured tobacco, Tobacco refuse এর উপর ১০% রপ্তানি শুল্ক আরোপিত ছিল যা প্রত্যাহার করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব Building bricks রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পণ্যটির উপর আরোপিত রপ্তানি শুল্ক ২৫% হতে হ্রাস করে ১৫% করা হয়েছে।

(৬) **লিফট ও কম্প্রেসর শিল্প:** স্থানীয়ভাবে লিফট এবং কম্প্রেসর উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে উৎপাদনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কাচাঁমাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনার শিল্পকে প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে এ খাতে ব্যবহৃত কতিপয় উপকরণ আমদানিতে শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে।

(৭) **জিপসাম বোর্ড ও পার্টিকেল বোর্ড শিল্প:** দেশীয় জিপসাম বোর্ড এবং পার্টিকেল বোর্ড শিল্পের প্রতিরক্ষণে জিপসাম বোর্ড ও শীট আমদানির ক্ষেত্রে ১০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং পার্টিকেল বোর্ড আমদানিতে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ১০% হতে বৃদ্ধি করে ২০% করা হয়েছে।

(৮) **ইলেকট্রিক্যাল পণ্য:** দেশীয় **ইলেকট্রিক্যাল পণ্য** উৎপাদন উৎসাহিত করতে Electric oven, cookers, cooking plates, boiling rings, grillers and roasters ইত্যাদি গৃহস্থালি পণ্য আমদানিতে ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

(৯) **পাদুকা শিল্প:** বর্তমানে দেশে আন্তর্জাতিক মানের পাদুকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দেশীয়ভাবে পাদুকা উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে পাদুকা প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় ৫(পাঁচ)টি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(১০) **মোটর শিল্প** : দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণে ৭৫০ ওয়াট এর কম ক্ষমতা সম্পন্ন ইলেকট্রিক ফ্যান ও পানির পাম্পে ব্যবহৃত মোটরের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(১১) ডুপ্লেক্স বোর্ড/ কার্ড বোর্ড/ সুইডিস বোর্ড/ ফোল্ডিং বক্স বোর্ড ইত্যাদি পণ্যের আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ২৫% হতে হ্রাস করে ১৫% করা হয়েছে।

(গ) পরিবহন খাত :

স্থানীয় মোটরসাইকেল উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছর হতে শর্তসাপেক্ষে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দেশে ইতোমধ্যেই ৫-৬ টি মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এ খাতে প্রদত্ত প্রণোদনা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মোটর সাইকেল ও এর পার্টস উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণের শুল্ক সুবিধা যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া, দেশীয় টায়ার টিউব উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিরক্ষণে ১৬" রীম সাইজ এলসিভি টায়ার, মোটরসাইকেল টায়ার এবং সিএনজি বেবী ট্যাক্সি, হালকা যানবাহনে ব্যবহৃত রাবার টিউব এর উপর বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি ৩% হতে বৃদ্ধি করে ৫% করা হয়েছে।

(ঘ) আইসিটি খাত:

আইসিটি খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ সেলুলার ফোন উৎপাদন ও সংযোজনে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের কারণে স্থানীয় পর্যায়ে ৫-৬ টি সেলুলার ফোন উৎপাদন ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ খাতে বিদ্যমান সুবিধা অব্যাহত রেখে সেলুলার ফোন উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কতিপয় যন্ত্রাংশের আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া, আমদানি পর্যায়ে Smart phone এর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ২৫% করা হয়েছে।

(ঙ) অন্যান্য:

(১) বজ্রপাতের আঘাত তথা প্রাকৃতিক দূর্যোগ হতে প্রতিরক্ষার জন্য Lighting arrester এর উপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১০% হতে হ্রাস করে ৫% করা হয়েছে। তছাড়া মূসক নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মূসক নিবন্ধিত সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকেও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি ও উপকরণের আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(২) বিদ্যমান কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ ইংরেজি ভাষায় প্রণীত। কাস্টমস প্রশাসনের সমসাময়িক বিষয়সমূহ প্রতি বছর অর্থ আইনের মাধ্যমে হালনাগাদ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুশাসনের আলোকে বাংলা ভাষায় প্রস্তাবিত কাস্টমস আইন, ২০১৯ মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাণিজ্য সহজীকরণ এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাস্টমস আইনে আমদানি এবং রপ্তানিতব্য পণ্য চালান স্ক্যান করে দ্রুততার সাথে খালাসের বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও, পণ্য দ্রুত ছাড়ের জন্য উন্নত দেশের ন্যায় পণ্যচালান বন্দরে আসার পূর্বেই শুল্ক সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া Pre Arriaval Processing (PAP), জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে Special Functional Unit গঠন এবং যাত্রী নিরাপত্তায় বিমান বন্দরে Advance Passenger Information (API) প্রচলন করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, কার্যকর কাস্টমস নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে কাস্টমস পদ্ধতির আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আদলে স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চালুর নিমিত্তে Customs Act, 1969 এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। একইসাথে কার্যকর স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Customs Risk Management Unit (CRMU) গঠনের বিধান প্রনয়ণ করা হয়েছে।

৯.৩ **২০১৮-১৯** অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ **(সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি)**

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

১০.১ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি?

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ

(১১) উৎপাদন বিষয়ক (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করবে)

১১.১ কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি

মন্ত্রণালয়ের নাম	পণ্যের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে (২০১৭-১৮) উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৃষি মন্ত্রণালয়	চাল					
	গম					
	ভুট্টা					
	আলু					
	পিঁয়াজ					
	পাট					
	শাক-সবজি					